



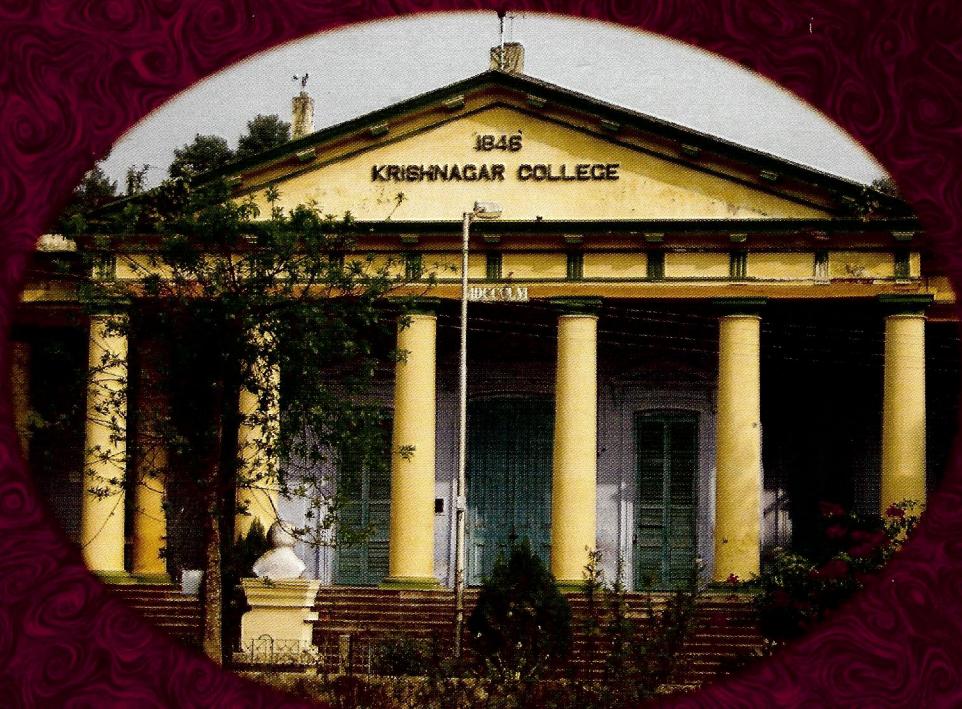
কৃষ্ণনগর গভর্নেণ্ট কলেজ

উদ্বোধন - ২৮ নভেম্বর ১৮৪৫

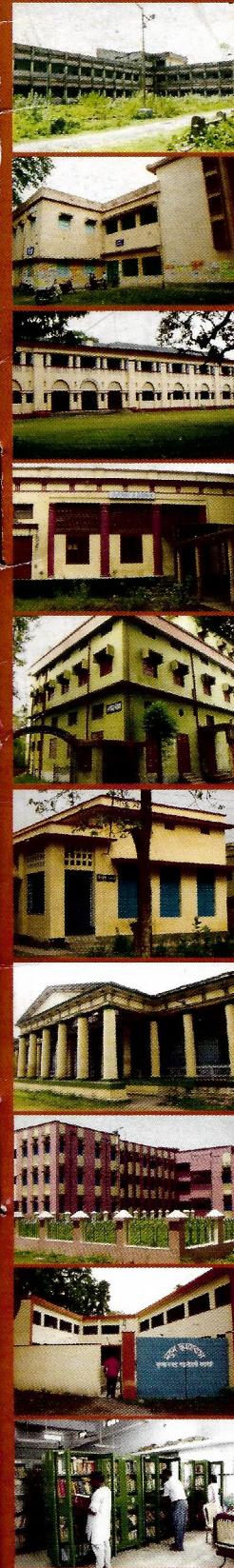
ফোনঃ (০৩৪৭২) ২৫২৮৬৩, ২৫২৮১০ ফ্যাক্সঃ ০৩৪৭২-২৫২৮১০

ই-মেলঃ info@krishnagargovtcollege.org

ওয়েবসাইট ঠিকানাঃ krishnagargovtcollege.org

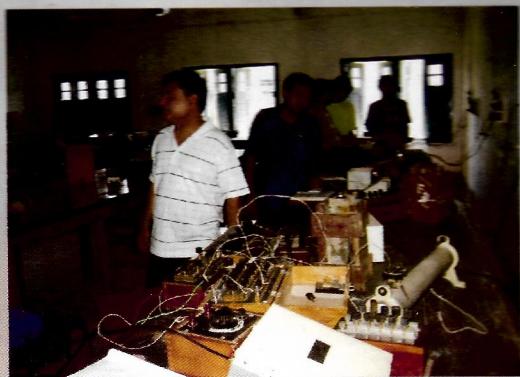


তথ্যপুস্তিকা - ২০০৮





জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক আলোচনা চক্র



পরীক্ষাগার ◆ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ



পৃথিবী বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি অনুষ্ঠান



জাতীয় শ্রেণের আলোচনা চক্র ◆ দর্শন বিভাগ



রাজ্যস্তরের আলোচনা চক্র ◆ অর্থনীতি বিভাগ



আলোচনা চক্র◆ রসায়ন বিভাগ



যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ২০০৭ ◆ রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ



শারদ উৎসব ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ◆ উত্তিদি বিজ্ঞান বিভাগ

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ



কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

উদ্দেশ্যঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সার্বিক শিক্ষার উৎকর্মের মাধ্যমে আধুনিক জীবন প্রতিষ্ঠা।

সামাজিকাদী ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি অনুসারে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩০ সালে প্রাকাশিত মেকলের প্রস্তাবে জনশিক্ষার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষায় বেশি গুরুত্বের কথা বলা হয়েছিলো। মেকলের ভাষায়—সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সর্বসাধারণের শিক্ষাদান আয়াদের পক্ষে অসম্ভব এক কাজ। বরঞ্চ সর্বাঙ্গিক ক্ষেত্রে আয়া এমন একটি বিশেষ শ্রেণি গড়ে তুলব যাঁরা এদেশের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ব্রিটিশরাজের প্রশাসন রূপায়ণে সহায়তা করবেন। এই বিশেষ শ্রেণিটি গৌরবর্ণে ও রক্তে ভারতীয় হলেও রচিতে মানসিকভাবে রীতিনীতি ও মনে হবেন সম্পূর্ণ ইরেজ।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনও বেশি অনুভূত হচ্ছিলো। ফলে ১৯৩২ সালে নারী ও পুরুষ সকলের জন্য এই কলেজে উচ্চ শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে নারী-পুরুষ, জাতি-বর্ষ-ধর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে আরও বেশি পরিমাণ লোকের মধ্যে উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আয়াদের অন্যতম সক্ষ্য। যখনসমস্ত শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল বেষ্টিত এই কলেজ সমস্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে তার ছাত্রাত্মাদের মধ্যে সর্বজীবন দায়িত্ববোধের সম্প্রসারণও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগপূর্বে কৃষ্ণনগর কলেজের শুভ উদ্বোধন ঘটে ১৮৪৫ সালের ২৮ নভেম্বর এখনকার হাতারপাড়ার এক ভাড়াবাড়িতে। তৎকালীন বড়োলাট লর্ড হার্টিঞ্জ ১৮৪৬ সালের ১ জানুয়ারি এই কলেজের অনুমোদন দেন। অব্যবহিত সময়ে নদিয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় ও শুর্ণিদ্বারাদের কাশিমবাজারের মহারাজি স্বীকৃত্যাক্ত কলেজের জন্য শতাধিক বিদ্যু জমি দান করেন হানীয় শিক্ষাহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সহযোগিতার নির্মিত বর্তমান প্রাসাদোপম ভবনে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্থায়িভাবে কলেজ উঠে আসে ১৮৫৬ সালের ১ জুন।

১৬২ বৎসর পূর্বে যাত্রা শুরু করে এই মহাবিদ্যালয় অনেক সামাজিক উখন-পতন রাজনৈতিক বোঝাপড়া আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিহাই সভাতার আদান-প্রদান ইত্যাদির সাক্ষী হয়ে বাংলা তথ্য ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে চলেছে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিন্তিং দূরে শহরের একপাশে নগরজীবনের কোলাহল ও দ্যুর্ঘমতু শাস্ত পরিবেশে বিপুলায়তেন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সারস্বত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার এক আধুনিক প্রাচ্য। একদিকে একাধিক সুবিশাল খেলাধুলার মাঝে অন্যদিকে দুটি বিরাট ছাত্রাবাস বহুবিত্তি ছায়াসুনিবিড় বৃক্ষরাজি সম্পূর্ণের মনোরম উদ্যান এবং পুরাতন ও নতুন ভবনগুলির গথিক স্থাপত্যে এই মহাবিদ্যালয়নের অনন্য বৈশিষ্ট্য চিরভাস্তু।

এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট শেঞ্জীয়ার বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন। ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মিঃ রকফোর্ট, স্যার রোগার লেথেট্রিজ, রায়বাহাদুর জ্যোতিষ্ঠৃত ভাদুড়ি, সতীশচন্দ্র দে, আর. এন. গিলক্রিস্ট প্রমুখ যশস্বী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এখনকার খ্যাতিমান অধ্যাপকবুন্দের মধ্যে বাবু রামচন্দ্র লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কালক্ষ্মী, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, আবদুল হাই, শুভদিবা মদাস, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার কৌর্তীমান ও বিশ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানমন্ত্র সমাজবিপ্লবী অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত-পালি- বৌদ্ধগান্ধি ও সাহিত্যবিশেষজ্ঞ সতীশচন্দ্র আচার্য, কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায়, চারণকণ্ঠ ও সাংবাদিক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ভূতত্ত্ববিদ ও টাটা লোহ ও ইস্পাত কারখানার রূপকার প্রয়োগার্থ বসু, বিজ্ঞান বিদ্যক প্রবন্ধকার জগদানন্দ রায়, দাশনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, লোকায়ত দর্শনের প্রধান প্রবক্তা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিয়নের বীরবিপ্লবী হেমন্তকুমার সরকার, অকাদেমী পূরক্ষার প্রাপ্ত লেখক-গবেষক সুধীর চক্রবর্তী, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়, বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রন্থযুক্ত অনিল বিশ্বাস, ওলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় সুভাষ সর্বাধিকারী প্রমুখ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯৯৯ সাল থেকে এই কলেজ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ২০০২ সাল থেকে এখানে দর্শন ও ভূগোলে স্নাতকোত্তর শ্রেণির পঠনপাঠন চালু হয়েছে।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

যে সকল শ্রেণির পঠন-পাঠন হয় :

ক) বি. এ. - জেনারেল ও অনার্স, খ) বি.এসসি. - জেনারেল ও অনার্স, গ) এম. এ. - দর্শন, ঘ) এম. এসসি. - ভূগোল

যে সকল বিষয় পড়ানো হয় :

১। বি. এ. জেনারেল শ্রেণির পঠনীয় : উল্লিখিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন তিনটি

ক) ইংরেজি অথবা সংস্কৃত, খ) অর্থনীতি অথবা দর্শন, গ) বাংলা অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঘ) ইতিহাস

২। বি. এ. অনার্স শ্রেণির পঠনীয় :

অনার্স বিষয়	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি নির্বাচন করতে হবে)
বাংলা	দর্শন অথবা অর্থনীতি ● ইংরেজি অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● ইতিহাস
ইংরেজি	দর্শন অথবা অর্থনীতি ● বাংলা অথবা গণিত ● ইতিহাস
সংস্কৃত	দর্শন অথবা অর্থনীতি ● বাংলা অথবা গণিত ● ইতিহাস
দর্শন	বাংলা অথবা গণিত ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● ইতিহাস
ইতিহাস	বাংলা অথবা গণিত ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● অর্থনীতি অথবা দর্শন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	বাংলা অথবা গণিত ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ● ইতিহাস ● অর্থনীতি অথবা দর্শন

৩। বি. এস. সি. জেনারেল শ্রেণির পঠনীয় : উল্লিখিত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি গুচ্ছ নির্বাচন করতে হবে।

ক) গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা রাশিবিজ্ঞান (পিওর)। খ) প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান বা রসায়ন (বায়ো)

৪। বি. এসসি. অনার্স শ্রেণির পঠনীয় :

অনার্স বিষয়	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন দুটি নির্বাচন করতে হবে)
পদার্থবিজ্ঞান	গণিত ● রসায়ন অথবা রাশিবিজ্ঞান
রসায়ন	গণিত ● পদার্থবিজ্ঞান
গণিত	পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা রাশিবিজ্ঞান
প্রাণিবিজ্ঞান	উদ্ভিদবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা শারীরবিজ্ঞান
উদ্ভিদবিজ্ঞান	প্রাণিবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা শারীরবিজ্ঞান
শারীরবিজ্ঞান	প্রাণিবিজ্ঞান ● রসায়ন অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞান
আনবিক জীববিজ্ঞান এবং জৈবপ্রযুক্তি	রসায়ন ● প্রাণিবিজ্ঞান অথবা উদ্ভিদবিজ্ঞান
ভূগোল	গণিত ● রাশিবিজ্ঞান ● রাষ্ট্রবিজ্ঞান ● অর্থনীতি
অর্থনীতি	গণিত (অবশ্য) ● রাশিবিজ্ঞান ● ইংরেজি অথবা সংস্কৃত অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান

দ্রষ্টব্য :

- ক) সংসদের পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে উত্তীর্ণ না হলে বিশুদ্ধ বি. এসসি. শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া যাবে না।
সংসদের পরীক্ষায় রসায়নে উত্তীর্ণ না হলে বায়ো- সায়েন্সের অনার্সে ভর্তি হওয়া যাবে না। এই নিয়ম অর্থনীতি ও ভূগোলে অনার্স নিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থনীতিতে অনার্সের ক্ষেত্রে গণিতে এবং ভূগোলে অনার্সের ক্ষেত্রে ভূগোলে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক।
- খ) আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তি অর্থাৎ Molecular Biology and Biotechnology-র অনার্সে ভর্তির জন্য সংসদের পরীক্ষায় রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে।
- গ) বি. এসসি. জেনারেল ও অনার্স পার্ট ১- এ আবশ্যিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি এবং বাংলা / Alternative English এবং পরিবেশবিজ্ঞান অবশ্যপ্রযোজ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

স্নাতকস্তরের নম্বরভিত্তিক পাঠ্যসূচি :

ক) বি.এ. অথবা বি.এসসি. জেনারেল

বিষয়	পার্ট - ১	পার্ট - ২	পার্ট - ৩	মোট নম্বর
প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
তৃতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	১০০	৪০০
আবশ্যিক বাংলা / Alternative Eng.	৫০	—	—	৫০
আবশ্যিক ইংরেজি	৫০	—	—	৫০
পরিবেশ বিজ্ঞান	৫০	—	—	৫০
মোট নম্বর	৮৫০	৬০০	৩০০	১৭৫০

খ) বি. এ. অথবা বি. এসসি. অনার্স

বিষয়	পার্ট - ১	পার্ট - ২	পার্ট - ৩	মোট নম্বর
অনার্সের বিষয়	২০০	২০০	৮০০	৮০০
প্রথম ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	—	৩০০
দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয়	১০০	২০০	—	৩০০
আবশ্যিক বাংলা / Alternative Eng.	৫০	—	—	৫০
আবশ্যিক ইংরেজি	৫০	—	—	৫০
পরিবেশ বিজ্ঞান	৫০	—	—	৫০
মোট নম্বর	৫৫০	৬০০	৮০০	১৯৫০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বৎসর প্রতি বিষয়ে তিনটি ইউনিট টেস্ট দিতে হচ্ছে। ইউনিট টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজ থেকে ১৫-র মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে। বাকি ৮৫ নম্বরের জন্য যথাবৰীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে।

এম. এ.	৪০০	৪০০	৮০০
এম. এসসি.	৬০০	৬০০	১২০০

আসন সংখ্যা - ২০০৮

কলা সামানিক (বি.এ.)

বাংলা	ইংরেজি	সংস্কৃত	ইতিহাস	দর্শন	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৫০

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

বিজ্ঞান সাম্মানিক (বি.এস.সি.)

গণিত	অথনীতি	ভূগোল	পদার্থবিজ্ঞান	রসায়ন	প্রাণবিজ্ঞান	উচ্চিদিবিজ্ঞান	শারীরবিজ্ঞান	আধিক জীববিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তি
৫৫	৪০	৪৫	৩০	৩০	৩০	৩০	২০	১৫

জেনারেল কোর্স

কলা	বিজ্ঞান (পিওর)	বিজ্ঞান (বায়ো)
১০০	২০	২০

এম. এ./এম. এস.সি

দর্শন	ভূগোল
৬০	২৫

প্রথম বর্ষ সাম্মানিক বিষয়ে ভর্তির ন্যূনতম মাপকাঠি

বিষয়	প্রাপ্ত মোট নম্বর	সংশ্লিষ্ট বিষয়
বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল	৫০%	৫০% সাধারণের জন্য এবং ৪৫% তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে
পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন	৫০%	৫০% সেই সঙ্গে উৎ মাঃ গণিতে পাশ নম্বর থাকা চাই
উচ্চিদিবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান	৫০%	৫০% সেই সঙ্গে উৎ মাঃ রসায়নে পাশ নম্বর থাকা চাই
অথনীতি	৫০%	উৎ মাঃ সাধারণ গণিত অথবা রাষ্ট্রিয়ক গণিতে পাশ নম্বর থাকা চাই

প্রথম বর্ষ সাম্মানিক বিষয়ে ভর্তির ন্যূনতম মাপকাঠি

কলা বিভাগ	সাধারণ	সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে নম্বরের ৪০%	তফশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করলেই চলবে
বিজ্ঞান বিভাগ	সাধারণ	সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে নম্বরের ৪৫%	

তফশিলি সম্প্রদায়/তফশিলি আদিবাসী/প্রতিবন্ধি ও পঃ বঃ উৎ মাঃ শিক্ষা সংসদ ব্যতীত সম্পর্যায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী নিম্নলিখিত হারে আসন সংরক্ষণ থাকবে :

তফশিলি সম্প্রদায়	২২%	তফশিলি আদিবাসী	৬%
প্রতিবন্ধি	৩%	অন্যান্য বোর্ড	১০%

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে খেলাধুলায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে।

উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় বর্তমান বৎসরের পূর্বে উত্তীর্ণ হলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বৎসর পিছু ২% মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে বাদ যাবে।

অনার্সের ভর্তি কাউনসেলিংয়ের মাধ্যমে করা হবে। প্রথম কাউনসেলিংয়ের পরে বিভিন্ন বিষয়ে আসন শূন্য থাকলে মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে পরবর্তী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে।

আবেদনকারীকে ভর্তির দিন অবস্থাট উপস্থিত থাকতে হবে।

কাউনসেলিংয়ের দিনই ভর্তি হতে হবে ও ভর্তির জন্য দেয় বেতনাদি জমা দিতে হবে।

সাধারণ জ্ঞাতব্য :

- ১। স্নাতক শ্রেণির জন্য পাঠ্য বিষয়গুলির নির্বাচন উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে গৃহীত বিষয় অনুসারে হওয়া সমীচীন। বর্তমান নিয়মানুসারে যে বিষয়গুচ্ছ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে।
সংসদের বৃত্তিমূলক পাঠ্ক্রম উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয় না। পি-বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে।
- ২। বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত সময়ের মধ্যে ট্রান্সফার নিয়ে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের পূর্বতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি বাতিল করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ের ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশনের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।
- ৩। এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। এই ফর্ম মহাবিদ্যালয়ের কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে হবে অথবা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। যে কোন ফর্ম ঘোষিত সময়ের মধ্যে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত ফর্ম জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত ফি দিতে হবে।
- ৪। সর্বোচ্চ পাঁচটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হয়। কলেজের নোটিশ বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে এই তালিকা দেখা যাবে।
- ৫। বহিরাগত ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত আছে।
- ৬। ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।
- ৭। ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র (আইডেন্টিটি কার্ড) সংগ্রহ করা এবং মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা একান্ত আবশ্যক।
- ৮। ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তুর্ভুক্তি স্বীকৃত হয় না।
- ৯। শারীর-শিক্ষণ বিভাগের সংগঠিত সকল খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় সকলের যোগদান বাঞ্ছনীয়।
- ১০। সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।
- ১১। যে সকল ছাত্রছাত্রী ভিন্ন পর্যদ্বাৰা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় তাদের পূর্বোক্ত পরীক্ষায় ইংরেজিতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে একটি পত্র থাকলে তার মোট নম্বরের পরিমাণ ১০০ হওয়া দরকার। যোগ্য বিবেচিত হলে ভর্তির সময় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যিক।
- ১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিষয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রতি বিষয়ে অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ ক্লাস করলে নন-কলেজিয়েট ফি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যায়। প্রতি বিষয়ে শতকরা ৬০ ভাগের কম ক্লাস করলে ডিসকলেজিয়েট হওয়ায় ঐ চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় না। শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কারণ দেখালেও ক্লাসে যোগদান সম্পর্কে প্রাচলিত নিয়ম শিখিল করা হয় না।
- ১৩। ভর্তির বিষয়ে মহাবিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন কমিটির সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত।

কৃষ্ণনগর গভর্নেন্ট কলেজ

ভর্তির সময় তালিকাভুক্ত প্রার্থীকে যে সমস্ত নির্দেশনপত্র সঙ্গে আনতে হয় :

- ক) উচ্চমাধ্যমিক বা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার মূল মার্কশিট।
- খ) জন্মতারিখ ও পাপক মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল অ্যাডমিট কার্ড।
- গ) পাসপোর্ট সাইজ একটি ফটোগ্রাফ।
- ঘ) তফশিলি সম্প্রদায় / আদিবাসী ও খেলোয়াড় ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত প্রমাণপত্র।

লেনদেন :

প্রথম ভর্তির সময় দেয় বেতনাদি নিম্নলিখিত :

(সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন খাতে দেয় এই অর্থের পরিমাণ সময় বিশেষে পরিবর্তিত হতে পারে।)

Head of fees	B.A. (Gen.)	B.A. (Hons.)	B.Sc. (Gen.)	B.Sc. (Hons.)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Tuition fees (Govt.)	50	75	85	110
Admission Fee	50	75	85	110
Examination Charge	01	01	01	01
Laboratory Deposit	-	-	15	25
Library Deposit	05	05	05	05
(Non Govt.)				
Session Charge	100	100	100	100
University Sports Fee & Center Fee	50	50	50	50
Cycle Stand Charge (Yearly)	30	30	30	30
Registration Fee	75	75	75	75
Cost of Form (Reg. Fee)	5	5	5	5
Development Fee	50	50	50	50
Miscellaneous Fee	10	10	10	10
Students Health Home	4	4	4	4
জুন মাসে ভর্তি হলে	430	480	515	575
জুলাই মাসে ভর্তি হলে	480	555	600	685
আগস্ট মাসে ভর্তি হলে	530	630	685	795

ছাত্রসংসদ

মাত্রক ও জ্ঞাতকোত্তর শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। প্রত্যেক বৎসর নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংসদ পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। এই সংসদ কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করে এবং দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্র ও ছাত্রীদের কমন-কম ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

এনসিসি ও এনএসএস

এই কলেজে কেবল ছাত্রীদের জন্য এনসিসি (National Cadet Corps) ইউনিট রয়েছে।

এখানে জাতীয় সেবা প্রকল্প (National Service Scheme) -র দুটি ইউনিট রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এই ইউনিট দুটির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে ভাগোরখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ঘূর্ণি - নতুন পাড়া গ্রামটি কলেজের এন এস এস ইউনিট সেবাপ্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করেছে।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে রয়েছে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র। এই কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেলে যে কেউ এখানে ভর্তি হতে পারে। বহসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই পাঠকেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পেশাগত পরিষেবা

কলেজে একটি কার্যকরী কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার রয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীকে উপযুক্ত পেশার জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে স্বাভাবিকভাবেই এই পরিষেবার ফলের নিচয়তা দেওয়া যায় না।

খেলার মাঠ

কলেজে একাধিক সুবিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। তার মধ্যে কলেজের মূল ভবনের সম্মুখস্থ ময়দানে মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতি জ্যোতিময়ী শিকদারের সাংসদকোটার অর্থে আন্তর্জাতিক মানের ট্রাক প্রস্তুতির কাজ চলছে।

কলেজ-প্রাক্তনী

বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই কলেজের প্রাক্তনী। কলেজে একটি প্রাক্তনী সভা রয়েছে। এই সভা কলেজের সাংস্কৃতিক ও পাঠকেন্দ্রিক পরিমণ্ডলের উন্নয়নে সচেষ্ট।

বৃত্তি ও সাহায্য দান :

- এই মহাবিদ্যালয় থেকে প্রতিবন্ধি ছাত্রছাত্রীদের মাস এডুকেশন দণ্ডের মারফত সরকারি অনুদান দেওয়া হয়।
 - তফশিলি সম্প্রদায় ও তফশিলি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জেলাশাসকের কার্যালয়ের সমাজকল্যাণ দণ্ডের থেকে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়।
- ১। বিভিন্ন দাতা, সংস্থা তাঁদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে মেধাবী, দরিদ্র, মেধাবী-দরিদ্র কিংবা সংখ্যালঘুভুক্ত গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের অর্ধশতাধিক বৃত্তি, সাহায্য ও পুরস্কার দেওয়া হয়।
 - ২। মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি মোট ছাত্রসংখ্যার দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ এবং আরো দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের হাফ ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দিয়ে থাকেন। পূর্বতন সংসদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীরা হাফ - ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ পাবার যোগ্য।
 - ৩। মহাবিদ্যালয়ের বৃত্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাকি পড়লে সেই সময়ের জন্য তাদের বৃত্তি ও সাহায্যদান বন্ধ থাকবে।
 - ৪। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ঘোষণা মোতাবেক বৃত্তি ও সাহায্য যথাসময়ে নিতে হবে। বিজ্ঞাপিত সময়সীমার পরে ছাত্রছাত্রী অথবা অভিভাবকের কেন্দ্র আবেদন বা দাবি বিবেচনা করা যাবে না। মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে এ বিষয়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি বা পত্রের মাধ্যমে কাউকে জানানো সম্ভব নয়।
 - ৫। বৃত্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস কামাই করলে সঙ্গে জনক কারণ দেখিয়ে অধ্যক্ষের নিকট তাদের ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। নতুন বা তাদের বৃত্তি ও সাহায্যদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

গ্রহণার ৪

- ১। ছাত্রছাত্রীদের আইডেন্টিটি কার্ড ও ভর্তির রসিদ দেখিয়ে গ্রহণারের কার্ড করতে হবে।
- ২। ছাত্রছাত্রীর গ্রহণার কার্ড দেখিয়ে গ্রহণার থেকে শিক্ষাবর্ষের সূচনা থেকে বই নিতে পারবে।
- ৩। আইডেন্টিটি কার্ড অথবা রিডার'স টিকিট দেখিয়ে শুধু গ্রহণারের পাঠকক্ষে বসে পড়বার জন্য বই নিতে পারবে।
- ৪। বাড়িতে বই নিয়ে গেলে তা গ্রহণের তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে। সেমিনার ও কেন্দ্রীয় গ্রহণারের সমস্ত বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের পূর্বে যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে।
- ৫। গ্রহণার কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং শিক্ষাবর্ষের শেষে ঐ কার্ড ফেরত দিতে হবে।
- ৬। পাঠকক্ষের বই বা পত্র পত্রিকা সেই দিনই ফেরত দিতে হবে।
- ৭। পাঠকক্ষে নীরবতা অবশ্য পালনীয়।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

৮। গ্রস্থাগার থেকে বাড়িতে বই নিয়ে গেলে বই অঙ্কত আছে কিনা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা করে নিতে হবে। কোন বই নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীকে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ছাত্রাবাস :

১। ছাত্রাবাসে এককালীন এক বৎসরের জন্য ভর্তি করা হয়।

২। মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন দুটি ছাত্রাবাস আছে।

প্রথমটি পুরাতন হিন্দু ছাত্রাবাস - আসন সংখ্যা ৬০

অপরটি নতুন হিন্দু ছাত্রাবাস - আসন সংখ্যা ৪০

৩। ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয় :

মেস চার্জ বাবদ (আনুমানিক) ৪০০ টাকা

এস্টারিশমেন্ট চার্জ ৩০ টাকা

আসন কর ২ টাকা

বিশ্রামাগার ৫ টাকা

৪। ছাত্রাবাসে প্রবেশের সময় ভর্তি ফি ৫০ টাকা, আসবাবপত্র বাবদ বৎসরে ৫০ টাকা এবং ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয়বাবদ প্রতি ছাত্রকে ফেরতযোগ্য ৪০০ টাকা জমা দিতে হয়। এছাড়া জামানত বাবদ ১০০ টাকা জমা রাখতে হয়। ছাত্রাবাস ত্যাগ করার তিনি বৎসরের মধ্যে ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট দরখাস্ত করলে ঐ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়।

৫। আসন কর ও অন্যান্য মাসিক খরচ জুন মাস থেকে দিতে হয়। ছাত্রাবাসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট পৃথকভাবে দরখাস্ত করতে হবে।

৬। দরখাস্তের সঙ্গে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি ছবি, সাধারণ স্বাস্থ ও সংক্রামক রোগব্যাধি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ সম্বলিত চিকিৎসা প্রমাণপত্র, পূর্বতন পরীক্ষার মার্কশিটের একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি, পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের একটি শংসাপত্র এবং অঞ্চলপ্রধান, পুরণিতা কিংবা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অভিভাবকের ঠিকানা ও মাসিক আয়ের একটি প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৭। ভর্তির সময় ছাত্র ও অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যিক।

৮। বাংসরিক ইউনিট টেস্টগুলির শেষ হবার পর ছাত্রাবাসে থাকতে হলে অভিভাবকের সম্মতিজ্ঞাপক পত্র দাখিল করতে হবে।

৯। অন্যান্য বিষয় ছাত্রাবাসের সুপারের নিকট জ্ঞাতব্য।

ঃ ছাত্রদের ডাতাত্ব্য বিষয় :

১। সাধারণ :

- ক) ছাত্রছাত্রীদের যে সকল দরখাস্ত অধ্যক্ষ মারফত অন্যত্র প্রেরণ করতে হবে সেগুলির প্রতিটির দুটি করে প্রতিলিপি বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে (স্টুডেন্ট্স সেকশন) জমা দিতে হবে। ঐ দরখাস্ত যথাস্থানে প্রেরণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্ত তিনিদিন পূর্বে জমা দিতে হবে।
খ) অধ্যক্ষের প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দরখাস্ত, ফর্ম বা অন্যান্য কাগজপত্র বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে জমা দিতে হবে।

২। ভর্তি ও পর্টন-পাঠন :

- ক) ভর্তির সময় পূর্বতন পরীক্ষার মার্কশিটের একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি (অ্যাটেস্টেড কপি) অবশ্যই জমা দিতে হবে।
খ) পাঠ্য বিষয় পরিবর্তনের জন্য (অর্থাৎ একটি জেনারেল বিষয় থেকে অন্য জেনারেল বিষয়ে) বিদ্যার্থী পরিষেবা বিভাগে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ‘রেজিস্ট্রেশন ফর্ম’ পূরণ হয়ে যাবার পর কোন বিষয় পরিবর্তন বিবেচনা করা হবে না।

কৃষ্ণনগর গভর্নেন্ট কলেজ

- গ) অনার্সের কোন ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনিবার্য কারণে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে মহাবিদ্যালয়-অনুমোদিত বিষয়গুলি নিয়ে জেনারেল কোর্সে পড়ার জন্য আবেদন জানাতে পারে।
- ঘ) প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান ও আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভূগোল অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের দুটি আবশ্যিক ক্ষেত্র সমীক্ষায় (ফিল্ড সার্ভে) অংশগ্রহণ করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত, ভ্রমণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকের সম্মতিপত্র অগ্রিম জমা দিতে হবে এবং ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদেরই বহন করতে হবে।
- ঙ) এম.এ ও এম.এসসি. ক্লাসে ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞপ্তি অথবা ওয়েবসাইট লক্ষ্য করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা-তালিকা অনুযায়ী এই মহাবিদ্যালয় এম.এ. ও এম.এসসি. ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়।

৩। ফি জমার নিয়মবিধি :

- ক) যাবতীয় ফি মহাবিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।
- খ) পূর্ব-বিজ্ঞাপিত তারিখ ও সময় অনুসারে ফি গ্রহণ করা হবে।
- গ) চলতি মাসে বেতন দিতে না পারলে ছাত্রছাত্রীরা পরের মাসে ঐ বেতন দিতে পারবে। পর পর দুমাস বেতন না দিলে নাম কঢ়া যাবে। এ সকল ক্ষেত্রে পুনরায় ভর্তি হওয়ার সময় অন্যান্য দেয় মাসুলের সঙ্গে অতিরিক্ত ২ টাকা ভর্তি ফি দিতে হবে।

৪। নিয়মশৃঙ্খলা :

- ক) মহাবিদ্যালয়ের বারান্দা, শ্রেণিকক্ষ ও পরীক্ষা হলের নিকট ঘোরাঘুরি ও গঞ্জগুজব করা নিষিদ্ধ।
- খ) বিভিন্ন সময় মহাবিদ্যালয়ের ঘোষিত নিয়ম ও নির্দেশাবলি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মেনে চলতে হবে।
- গ) খেলাধুলার জিনিসপত্র যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিতে হবে।
- ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের কালসীমা অবধি শিক্ষার্থীদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হিসাবে গণ্য করা হবে।
- ঙ) মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোন ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতি শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। যারা এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হবে সেই পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্বেই তাদের অধ্যক্ষের নিকট অনুপস্থিতির কারণের প্রমাণসহ অভিভাবকের প্রতিশ্বাস্ফর (কাউন্টারসাইনড) সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করতে হবে।
- চ) মহাবিদ্যালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ আছে। এই সংঘের আহুত সভায় অভিভাবকের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।
- ছ) ছাত্রছাত্রী- অভিভাবকদের বিভিন্ন অভিযোগ বিচার-বিবেচনা ও প্রতিকারের জন্য রয়েছে Grievance Redressal Cell.

৫। বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক :

- ক) মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেগুলি নিয়মিত লক্ষ্য রাখা ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য।
- খ) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বর ও ফলাফল নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়।
- গ) মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের বিভাগগুলির নোটিশ বোর্ডে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

৬। অনুসন্ধান :

যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী পরিবেশ বিভাগে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

ড. প্রবীর কুমার দাস

অধ্যক্ষ

কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়

THE UNIVERSITY OF KALYANI
Provisional Academic Calendar for the Undergraduate Courses
(Part-I, Part-II, Part-III) for the Academic Session 2008-2009

	Part-I	Part-II	Part-III
Last Date of Admission/Enrolment	12th July, 2008	Within 15 days from the date of completion of the previous qualifying examinations. (Provisional enrolment)	Within 15 days from the date of completion of the previous qualifying examinations. (Provisional enrolment)
Commencement of Classes	15th July, 2008	Within 15 days from the date of completion of the previous qualifying examinations.	Within 15 days from the date of completion of the previous qualifying examinations.
Holding of Class Tests/Test Examinations by the Colleges	<u>Class Test for Honours/Major Subjects</u> <i>1st Phase</i> : To be completed before Puja Vacation of 2008 (40% of the syllabus). <i>2nd Phase</i> : To be completed during the 2nd fortnight of December, 2008 (25% of the syllabus). <i>3rd Phase</i> : To be completed during the 2nd fortnight of March, 2009 (35% of the syllabus).	<u>Class Tests for Honours/Major Subjects</u> <i>1st Phase</i> : To be completed before Puja Vacation of 1008 (40% of the syllabus). <i>2nd Phase</i> : To be completed during the 2nd fortnight of December, 2008 (25% of the syllabus). <i>3rd Phases</i> : To be completed during the 2nd fortnight of March, 2009 (35% of the syllabus).	<u>Test Examinations</u> To be Completed within 2nd fortnight of March, 2009
Termination of Classes	Not before 15th April, 2009	Not before 15th April, 2009	Two (2) weeks before the commencement of the University examinations of the respective part.
Commencement of University Examinations	2nd June, 2009	11th May, 2009	17th April, 2009

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

- সভাপতি, পরিচালক সমিতি
- অধ্যক্ষ

জেলাশাসক, নদিয়া
ড. প্রবীর কুমার দাস, এম.এসসি, পি.এইচডি

● অধ্যাপক মণ্ডলী ●

● বাংলা

- ১। ড. গোরাচাঁদ মণ্ডল – বিভাগীয় প্রধান
- ২। ড. সুশোভন মুখোপাধ্যায়
- ৩। ড. শিবশক্র পাল
- ৪। শ্রী রক্ত দাস
- ৫। ড. ষর্ণুপ বোস
- ৬। শ্রীমতি নিবেদিতা চক্ৰবৰ্তী (দন্ত), এম. ফিল

● দর্শনশাস্ত্র

- ১। শ্রী উৎপল মণ্ডল, এম. ফিল – বিভাগীয় প্রধান
- ২। শ্রীমতি সকলিতা ঘোষ, এম. ফিল
- ৩। শ্রী প্রীতম ঘোষাল, এম. ফিল
- ৪। শ্রীমতি মিঠু সিংহ রায়, এম. ফিল
- ৫। শ্রীমতি দীপা গোৱামী, এম. ফিল
- ৬। শূন্য

● ইংরেজি

- ১। ড. শুভজিৎ সেনগুপ্ত – বিভাগীয় প্রধান
- ২। শ্রীমতি মধুমিতা বড়ুয়া, এম. ফিল
- ৩। শ্রীমতি স্বাতী মিত্র, এম. ফিল
- ৪। শূন্য
- ৫। শূন্য
- ৬। শূন্য

● অতিথি অধ্যাপক

- ১। অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র খান
- ২। শ্রী নবকুমার নন্দী
- ৩। শ্রী দীপককুমার বাগচি
- ৪। শ্রী মৃগালকান্তি চক্ৰবৰ্তী
- ৫। শ্রী অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়

● ইতিহাস

- ১। শ্রী প্ৰবাল বাগচি – বিভাগীয় প্রধান
- ২। মহং শামীম ফিরদৌস
- ৩। শূন্য
- ৪। শূন্য
- ৫। শূন্য

● রাশিবিজ্ঞান

- ১। শ্রীমতি তনুশী ব্যানার্জী – বিভাগীয় প্রধান

● গণিত

- ১। ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. ফিল – বিভাগীয় প্রধান
- ২। ড. কৃষ্ণেন্দু দত্ত
- ৩। ড. অমলেন্দু ঘোষ
- ৪। শূন্য
- ৫। শূন্য
- ৬। শূন্য

● অর্থনীতি

- ১। শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় – বিভাগীয় প্রধান
- ২। শ্রী অঞ্জন রায়চৌধুরী
- ৩। শ্রীমতি মৌসুমী ভড়
- ৪। শ্রী অনুপম মাইতি

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

● রসায়ন

- ১। ড. মাইকেল দাস - বিভাগীয় প্রধান
- ২। শ্রী শ্যামাপদ শীট
- ৩। শ্রী দেবনাথ সাহা
- ৪। শ্রী অমিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
- ৫। ড. জীবনানন্দ জানা
- ৬। শূন্য
- ৭। শূন্য
- ৮। শূন্য

● পদার্থবিজ্ঞান

- ১। ড. কমলকান্তি সোম - বিভাগীয় প্রধান
- ২। ড. সঞ্জিতকুমার দাস
- ৩। ড. আবলী চক্রবর্তী
- ৪। শ্রী রামনারায়ন দেব
- ৫। শ্রী মধুসূদন ঘোষ
- ৬। শ্রী অঞ্জন দাস
- ৭। শূন্য

● উচ্চিদিবিজ্ঞান

- ১। ড. তৃষ্ণি রায় - বিভাগীয় প্রধান
- ২। ড. অসীম মিত্র
- ৩। ড. দেবৰত্ন মুখোপাধ্যায়
- ৪। শ্রীমতি তুলিকা তালুকদার
- ৫। ড. অশোক ভট্টাচার্য
- ৬। ড. শর্মিষ্ঠা মাইতি
- ৭। শূন্য

● প্রাণিবিজ্ঞান

- ১। ড. দেবজ্যোতি চক্রবর্তী - বিভাগীয় প্রধান
- ২। ড. জয়স্বর্কুমার বিশ্বাস
- ৩। শ্রী সোমনাথ দে
- ৪। শ্রী এনামুল হক
- ৫। শ্রীমতি অস্তরা কর
- ৬। শূন্য
- ৭। শূন্য

● শারীরবিজ্ঞান

- ১। ড. আশিস পত্তি - বিভাগীয় প্রধান
- ২। ড. দীপক দাস
- ৩। শ্রীমতি শুভা বসু বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৪। শ্রী কুষ্টল গুপ্ত

● আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তি

- ১। ড. জয়স্বর্কুমার বিশ্বাস, এম. ফিল - ভারপ্রাপ্ত
কো-অডিনেটর
বিংশ্রং - সকল বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকেরা এই বিভাগের
সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

● ভূগোল

- ১। অধ্যাপক সন্দীপ চৌধুরি - বিভাগীয় প্রধান
- ২। শ্রী দুলালচন্দ্র দাস
- ৩। শ্রীমতি ইনা ধর রায়
- ৪। শ্রীমতি দেবব্যানী মিত্র
- ৫। শ্রী অরিন্দম দাশগুপ্ত, এম. ফিল
- ৬। শ্রীমতি খাতুপর্ণা বিষ্ণু
- ৭। শ্রী সুমন পাল
- ৮। শূন্য
- ৯। শূন্য

● শারীরশিক্ষণ

- ১। শ্রীমতি জয়স্বর্কুমার মণ্ডল
- ২। শূন্য

● গ্রন্থাগার

- ১। শ্রী সূর্যকুমার মণ্ডল
- ২। শূন্য
- ৩। শূন্য

● কার্যালয়ের কর্মিবন্দ

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ১। শ্রী নারায়ণচন্দ্র পাল | - হেড ক্লার্ক |
| ২। শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস | - অ্যাকাউন্ট্যান্ট |
| ৩। শ্রীমতি গোরী বাগচি | - ইউ. ডি. সি. |
| ৪। শ্রী সুবোধ কুমার সরকার | - অ্যাকাউন্ট্যান্ট |
| ৫। শূন্য | - ইউ. ডি. সি. |
| ৬। শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ সাহা | - ক্যাশিয়ার |
| ৭। শ্রী আশিস দে | - এল.ডি.সি. |
| ৮। শ্রী দেবনাথ বোস | - স্টোরকিপার |
| ৯। শ্রী সর্বেন্দু পোড়ে | - এল.ডি.সি. |
| ১০। শূন্য | - এল.ডি.সি. |
| ১১। শূন্য | - টাইপিস্ট |
| ১২। শ্রী শিবনাথ চক্রবর্তী | - ক্যাশ-সরকার |

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

● ছাত্রাবাস

- ১। শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস - সুপারিটেডেন্ট পুরাতন ছাত্রাবাস
 ২। শ্রী দেবাশিস খাঁ - সহকারি সুপারিটেডেন্ট পুরাতন ছাত্রাবাস
 ৩। শ্রী আশিস দে - সুপারিটেডেন্ট নতুন ছাত্রাবাস

● কার্যালয়ের প্রতিপ - ডি কর্মিবৃন্দ

- ১। শ্রী নিরঞ্জন মঙ্গল - গ্রংপ-ডি
 ২। শ্রী সুকুমার হালদার - গ্রংপ-ডি
 ৩। শ্রী বুদ্ধদেব চক্রবর্তী - গ্রংপ-ডি
 ৪। শ্রী বাসুদেব পাত্র - গ্রংপ-ডি
 ৫। শ্রী নিতাই আচার্য - বেয়ারার
 ৬। শ্রী সুরেন মাহাতো - দারোয়ান (অফিস)
 ৭। শ্রী সুভাষ পাড়ুই - গ্রংপ-ডি
 ৮। শূন্য
 ৯। শূন্য
 ১০। শূন্য
 ১১। শূন্য
 ১২। শূন্য
 ১৩। শূন্য
 ১৪। শ্রী তপন হাঁড়ি - সুইপার
 ১৫। শ্রী রবি জমাদার - সুইপার

● বিভিন্ন বিভাগের কর্মিবৃন্দ ●

● রসায়ন বিভাগ

- ১৬। শূন্য - কম্পাউন্ডার (গ্রংপ-সি)
 ১৭। শ্রী অতনু ঘোষ - গ্রংপ-ডি
 ১৮। শ্রী মঙ্গল কর্মকার - গ্রংপ-ডি
 ১৯। শ্রী সুকুমার দাস - গ্রংপ-ডি
 ২০। মোঃ তালেক সেখ - গ্রংপ-ডি
 ২১। শ্রী শ্যামল ঘোষ - গ্রংপ-ডি
 ২২। শূন্য

● পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

- ২৩। শ্রী দেবাশিস খাঁ - ইলেক্ট্রোমেন্ট-কিপার (গ্রংপ-সি)
 ২৪। শ্রী চন্দনাথ কর্মকার - মেকানিক (গ্রংপ-সি)
 ২৫। শ্রী বিশ্বরূপ সাহা - গ্রংপ-ডি
 ২৬। শ্রী কাশীকুমার দাস - গ্রংপ-ডি
 ২৭। শ্রী স্বপন ব্যানার্জি - গ্রংপ-ডি
 ২৮। শূন্য - গ্রংপ-ডি

● উচ্চদিবিজ্ঞান বিভাগ

- ২৯। শ্রী ভিখু ঘোষ - গ্রংপ-ডি
 ৩০। শ্রী ফটিক চন্দ্র পাল - গ্রংপ-ডি
 ৩১। শ্রী বিমল কুমার দাস - মালি

● প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

- ৩২। শ্রী ষষ্ঠী হালদার - গ্রংপ-ডি
 ৩৩। শ্রী মধুসূন দাস - গ্রংপ-ডি
 ৩৪। শ্রী রামপ্রসাদ দত্ত - গ্রংপ-ডি
 ৩৫। শ্রী সীতারাম দাস - সুইপার
 ৩৬। শূন্য - গ্রংপ-ডি
 ৩৭। শূন্য - গ্রংপ-ডি

● শারীরবিজ্ঞান বিভাগ

- ৩৮। শ্রী সমরেন্দ্র বসাক - ল্যাব্যাস্টিটুট(গ্রংপ-সি)
 ৩৯। শ্রী বিজয় সর্দার - গ্রংপ ডি
 ৪০। শ্রী রঞ্জিত সিংহ রায় - গ্রংপ-ডি

● ভূগোল বিভাগ

- ৪১। শ্রী নির্মলকুমার সাহা - গ্রংপ-ডি
 ৪২। শ্রী মধুসূন দেবনাথ - গ্রংপ-ডি

● প্রযুক্তির বিভাগ

- ৪৩। শ্রী শক্তিপদ রায় - গ্রংপ-ডি
 ৪৪। শ্রী দিলীপ বসু - গ্রংপ-ডি
 ৪৫। শ্রীমতি শ্রাবণী সেনগুপ্ত - গ্রংপ-ডি
 ৪৬। শ্রী অনিল সর্দার - গ্রংপ-ডি
 ৪৭। মোঃ নিজামতদিন সেখ - গ্রংপ-ডি

● নেপথ্যব্রী

- ৪৮। শ্রীগতিতপাবন সরকার
 ৪৯। শ্রী অজিতকুমার কীর্তনীয়া
 ৫০। শ্রী সতীশ সরদার

● পুরাতন হিন্দু ছাত্রাবাস

- ৫১। শ্রী কার্তিক চৌধুরী

- ৫২। শ্রী পশুপতি বিশ্বাস

- ৫৩। শ্রী পুলকেশ চন্দ্র রায়

- ৫৪। শ্রী বলরাম সরকার

● নতুন হিন্দু ছাত্রাবাস

- ৫৫। শ্রী রামচন্দ্র রায়

- ৫৬। শ্রী অভিজিৎ দাস

- ৫৭। শ্রী পরিমল তালুকদার

- ৫৮। শ্রী পরিমল দাস

ভর্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

- ◆ অনার্স ও জেনারেল বিষয়ে ভর্তির জন্য পৃথক ফর্মে আবেদন করতে হবে। ফর্মে ছবি লাগানোর প্রয়োজন নেই।
- ◆ মনোনীত প্রার্থীদের ভর্তির সময় ফর্মে ছবি লাগাতে হবে।
- ◆ **Name of the Applicant (in block letters)** : মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড মোতাবেক ইংরেজি বড় হরফে লিখতে হবে।
- ◆ **Category Please Tick (✓)** : তফশিলি সম্প্রদায় (SC), তফশিলি আদিবাসী (ST), প্রতিবন্ধিদের (PH) ক্ষেত্রে যথাস্থানে ✓ দিতে হবে ও সঙ্গে উপযুক্ত প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে।
- ◆ **Date of Birth** : মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার অ্যাডমিট/সার্টিফিকেট অনুযায়ী লিখতে হবে।
- ◆ **Council/Board/University** : বি.এ./বি. এসসি. কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে উঃ মাঃ কাউন্সিল অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষা-বোর্ডের নাম লিখতে হবে।
- ◆ **Year of Passing (last qualifying Exam)** : বি. এ./বি.এসসি.-এর ক্ষেত্রে শেষ যে পরীক্ষায় (উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায় ভুক্ত) উত্তীর্ণ হয়েছে সেই বৎসর লিখতে হবে।
- ◆ **Marks Aggregate in H.S. or Equivalent Exam.** : উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমপর্যায় ভুক্ত পরীক্ষায় Best 5 Subjects -এর মোট নম্বরকে Aggregate Marks ধরতে হবে এবং ৫০০-র মধ্যে শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে বাংলা বিষয় হিসাবে না থাকলে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে Alternative English নিতে পারে।
- ◆ অনার্সের ভর্তি কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে করা হবে। প্রথম কাউন্সেলিংয়ের পর অনার্সের বিভিন্ন বিষয়ে আসন সংখ্যা শূন্য থাকলে দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে শূন্য আসন সংখ্যা পূরণ করা হবে। প্রথম কাউন্সেলিংয়ের পরে বিভিন্ন বিষয়ে আসন শূন্য থাকলে মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে পরবর্তী ভর্তির বিজ্ঞাপন দেখে নিতে হবে। ক্লাস শুরু হবার এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ের নোটিস দেওয়া হয়।
- ◆ কাউন্সেলিংয়ের তারিখ ও বিস্তারিত তথ্য লিফলেট ও মহাবিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে দেখে নিতে হবে।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

- ◆ কাউন্সেলিংয়ের দিনই ভর্তি হতে হবে ও ভর্তির জন্য দেয় বেতনাদি ঐ দিনই জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পৃঃ ৭-এর বেতনের সারণিতে দেওয়া আছে। আবেদনকারীকে ভর্তির দিন অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

ভর্তির সময় তালিকাভুক্ত প্রার্থীকে যে সমস্ত নির্দেশনপত্র (Document) সঙ্গে আনতে হবে।

- ক) উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষার মূল (Original) মার্কশিট এবং তার জেরক্স কপি।
খ) জন্ম তারিখ জ্ঞাপক মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল (Original) অ্যাডমিট কার্ড।
গ) পাসপোর্ট সাইজ চারটি ফটোগ্রাফ।
ঘ) তফশিলি সম্প্রদায়/তফশিলি আদিবাসী, প্রতিবন্ধি ও খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণপত্র
ঙ) বিজ্ঞাপিত হার অনুযায়ী প্রদেয় বেতন প্রভৃতি।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পৃঃ ৭-এর বেতনের সারণিতে দেওয়া আছে।

বিঃ দ্রঃ - ২০০৮ সালে বি.এ./বি.এসসি. প্রথমবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে

২০০৬ সালের পূর্বে উৎ মাঃ উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা গণ্য হবে না।

- ১। ভর্তির ফর্ম বিতরণের তারিখ : ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ জুন ২০০৮ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।
২। ভর্তির ফর্ম জমা নেওয়ার তারিখ : ৩, ৫, ৬, ও ৯ জুন ২০০৮ দুপুর ১২টা থেকে ৩টো পর্যন্ত।
৩। সাম্মানিক বিভিন্ন বিষয়গুলির কাউন্সেলিংয়ের স্থান – ফিজিক্স গ্যালারি। সাম্মানিক বিষয় ও কাউন্সেলিংয়ের তারিখ কলেজ নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হবে।
৪। ক) কাউন্সেলিংয়ের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা।

সাম্মানিক বিষয়	ন্যূনতম যোগ্যতা
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও ভূগোল	সংশ্লিষ্ট বিষয় + সর্বমোট নম্বর - ৭৫% তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য ৭০%
বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও উদ্দিদবিদ্যা	সংশ্লিষ্ট বিষয় + সর্বমোট নম্বর - ৭০% তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য ৬৫%
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত	সংশ্লিষ্ট বিষয় + সর্বমোট নম্বর - ৬৫% তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য ৬০%

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ

- খ) তফশিলি আদিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধি সকল প্রার্থীদের কাউন্সেলিংগের জন্য ডাকা হচ্ছে। সেই সহ WBCHSE বোর্ড ব্যাতীত অন্যান্য বোর্ডের অর্তগত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রার্থী আবেদনকারীদেরও কাউন্সেলিংয়ের দিনগুলিতে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। (অর্থনীতি সাম্মানিক আবেদনকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে কাউন্সেলিংয়ের দিন উপস্থিত থাকতে হবে।)
- ৫। উপরে ৪ নং (ক ও খ) নিয়ম অনুযায়ী গ্রাহ্য আবেদনকারীদের অবশ্যই কাউন্সেলিংয়ের দিন হাতি থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের ভর্তির আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য কলেজের ভর্তি সম্পর্কিত নোটিশ দেখতে হবে।

RECEIPT

Form No. P 242

Received an application form from Sri/Smt.
for admission to yr. B.A./B.Sc. (General).

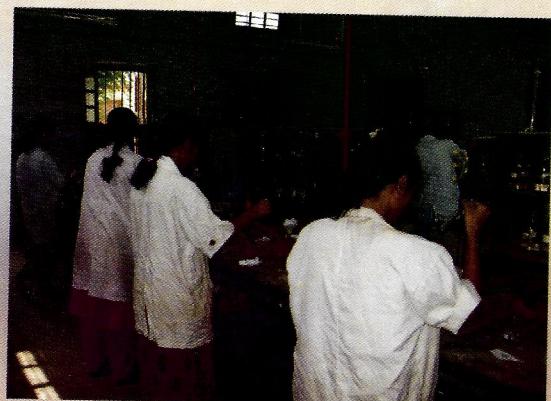
Date : 200

Signature of the receiving sta

N.B. : Candidates seeking admission to 1st year courses must be present with relevant documents and necessary admission fees on the scheduled date of counselling/admission as per notification of this office.



কম্পিউটার সেন্টার ◆ পদাথবিদ্যা বিভাগ



পরীক্ষাগার◆ রসায়ন বিভাগ



ক্ষেত্র সমীক্ষা ◆ ভূগোল বিভাগ



ক্ষেত্র সমীক্ষা ◆ ভূগোল বিভাগ



জাতীয়স্তরের আলোচনা চক্র ◆ ইংরেজি বিভাগ



রাজ্যস্তরের আলোচনা চক্র ◆ অঙ্ক বিভাগ



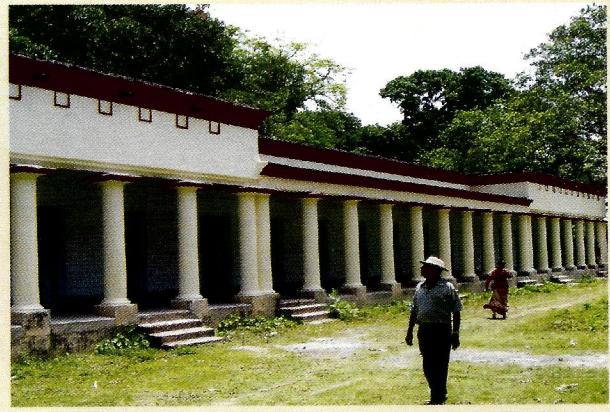
বার্ষিক অনুষ্ঠান



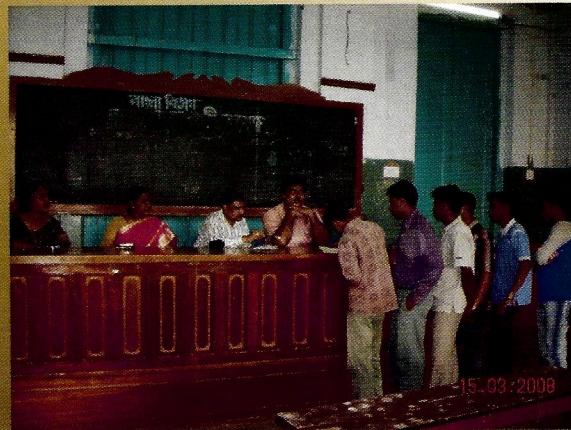
মহাকাশ বিদ্যা বিষয়ক জেলা স্তরের আলোচনা চক্র



জীবিদ্যা ভবন



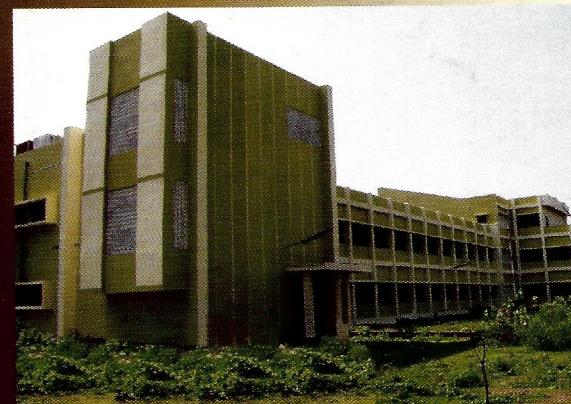
শাহেড় কক্ষতর দর্শন বিভাগ



প্লেসমেন্ট সেলের অনুষ্ঠান



বার্ষিক অনুষ্ঠান



পদ্মা কৃষ্ণ বিজ্ঞান ভবন



বার্ষিক অনুষ্ঠানের সূচনায় অধ্যক্ষ ঘোষণা